তাওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে যায়

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) সুরাহ ফাতিহ-তে আমাদের জন্য শিক্ষা হিসেবে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে বলেনঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

"লিয়াগফিরা লাকাল্লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যানবিকা ওয়া মা তা'আখার" (সুরাহ ফাতিহঃ২)। তিনি নাবী (আলাইহি সালাম) এর ব্যাপারে বলেন, "তোমার অতীত এবং ভবিষ্যত পাপ ক্ষমা করা আছে"।

এটি আমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় যেহেতু আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) নিষ্পাপ। সকল নাবী-রাসুলগণ নিষ্পাপ এবং উনারা গুনাহ করেন না। উনাদের গুনাহ নেই। মানবজাতির গুনাহ আছে, সে যেই হোক না কেন। নাবীগণ ছাড়া আর সবারই ভূল আছে। মানুষেরা জানা এবং অজানা গুনাহ থাকতে পারে। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) কেন এমনটি বলেছেন?কারণ মানুষের অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় যদি তারা তাওবা করে এবং ক্ষমা চায়। ভবিষ্যতের গুনাহ ক্ষমা করা হয় না তাওবা করা ব্যতীত। মানুষদের একটা দিনও কাটে না ভূল না করে। তাই আমাদের উচিত অবিরত তাওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া।

গুনাহ হয়। যদি তুমি তাওবা কর এবং ক্ষমা খোঁজ তাহলে আল্লাহ্ সেগুলো ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি তুমি ক্ষমা না চাও, তুমি নাবী (সাঃ) এর মত নও, শুধুমাত্র তোমার অতীতের পাপগুলোর ক্ষমা হয় এবং আগামীতে যে পাপগুলো ঘটবে তা থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের উচিত দিনে কমপক্ষে ৭০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ বলা"। যদি তুমি বল, "আমি না জেনে গতকাল কত গুনাহ করেছি। সেগুলোর ক্ষমা লাভের জন্য ৭০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ বলছি", আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

ফেরেশতারা অপেক্ষা করে। ডানদিকের ফেরেশতা তাৎক্ষণিকভাবে লিখে ফেলে কিন্তু বামদিকের জন অপেক্ষা করে এই বলে, "এই মানুষটি গুনাহ করেছে। অপেক্ষা করি।" তাওবার দরজা খোলা আছে। তারা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে এই বলে, "আমরা লিখব না যতক্ষণ না সে তাওবা করে", এবং কয়েক

ঘন্টা অপেক্ষা করে। তারপরেও যদি সে তাওবা না করে তখন তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

অতএব, আমাদের প্রয়োজন প্রতিদিন অবিরত তাওবা করে যাওয়া গুনাহ লিখিত হবার আগেই। তবে, অন্তত ৭০ বার আবেদন করতে হবে ক্ষমা লাভের জন্য। "আস্তাগফিরুল্লাহ আল-আযিম" অথবা "আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ" বলতে পারো। ওই পাপগুলো তোমার উপর থেকে সরিয়ে ফেলা হবে, ওই বোঝাগুলো উঠিয়ে নেয়া হবে এবং আখিরাতের জন্য সেগুলোর কিছুই বাকী থাকবে না। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৮ ডিসেম্বার ২০১৬ / ২৮ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।